প্রথম আলো

তারিখঃ ২১-০৪-২০২৪ (পৃঃ ০১,০৪)

চাল উৎপাদন বাড়বে, দাম কমার আশা কম

চালের বাজার

বোরো মৌসুমে বড় কোনো দুর্যোগ হয়নি। শুরু হয়েছে ধান কাটা। মৌসুম শুরুর আগে এক মাসে দাম ২-৫% বেড়েছে।

- সার, বীজ ও জ্বালানি তেলের দাম এবং মজুরি বেড়েছে।
- চাল উৎপাদন ব্যয় বেড়েছে কেজিতে ৪ টাকা।
- দরিদ্ররা আয়ের ২৯-৩২% ব্যয় করেন চাল কিনতে।

ইফতেখার মাহমুদ, *ঢাকা*

বোরো মৌসুমে এবার চালের উৎপাদন বেশ ভালো হবে বলে আশা করা হচ্ছে। তবে উৎপাদন বাড়লেও দাম উল্লেখযোগ্য হারে কমার আশা কম।

দেশে বোরো মৌসুমে সবচেয়ে বেশি চাল উৎপাদিত হয়। এবার বোরো মৌসুম তেমন কোনো দুর্যোগের মুখে পড়েনি। ইতিমধ্যে হাওরে ধান কাটা শুরু হয়েছে। উত্তর ও দক্ষিণাঞ্চলেও ধান পাকতে শুরু করেছে। কোথাও কোথাও কাটা হচ্ছে।

যুক্তরাষ্ট্রের কৃষি বিভাগ (ইউএসডিএ) ৯ এপ্রিল বাংলাদেশের দানাদার খাদ্যবিষয়ক এক প্রতিবেদনে বলেছে, এবারের বোরো মৌসুমে বাংলাদেশে চাষের আওতা ৫০ হাজার হেক্টর বেড়ে ৪৯ লাখ হেক্টর হয়েছে বলে তাদের ধারণা। আর চাল উৎপাদন ৫ লাখ টন বেড়ে ২ কোটি ৫ লাখ টনে উন্নীত হতে পারে।

দাম উল্লেখযোগ্য হারে না কমার কারণ হিসেবে তিনটি বিষয় সামনে আনা হচ্ছে: এক. চালের উৎপাদন খরচ বেড়ে যাওয়া। দুই. বিশ্ববাজারে চালের দাম বেশি এবং বাংলাদেশের জন্য সাশ্রয়ী উৎস

এরপর পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৩

চাল উৎপাদন বাড়বে, দাম কমার আশা কম

প্রথম পৃষ্ঠার পর

ভারতের চাল রপ্তানিতে নিষেধাজ্ঞা। চার. বাংলাদেশে মার্কিন ডলারের সংকট ও ডলারের মূল্যবৃদ্ধি, যা চাল আমদানিকে ব্যয়বহুল করেছে।

ইউএসডিএর প্রতিবেদনেও উল্লেখ করা হয়, চালের দাম এখনকার পর্যায় থেকে কমার সম্ভাবনা নেই।

খাদ্য মন্ত্রণালয় ও কৃষি মন্ত্রণালয় সূত্র বলছে, চালের দাম কমে গিয়ে উৎপাদনে কৃষকের আগ্রহ কমে যাক, সেটা সরকারও চায় না। এ কারণে চালের দাম বর্তমান অবস্থার কাছাকাছি থাকুক বলে তারা চায়।

জানতে চাইলে খাদ্যসচিব মো. ইসমাইল হোসেন *প্রথম আলোকে* বলেন, 'বোরো ধান ওঠা শুরু করেছে। চালের দাম এত দিন যা ছিল, তার চেয়ে কমবে বলে আশা করি। তবে কৃষক যাতে ভালো দাম পান, দাম যাতে বেশি না কমে যায়, তা নিশ্চিত করতে হবে। কারণ, উৎপাদন খরচও বেড়েছে, তা আমাদের মাথায় রাখতে হবে।'

সরকারি সংস্থা ট্রেডিং করপোরেশন অব বাংলাদেশের (টিসিবি) গতকাল শনিবারের হিসাবে, ঢাকার বাজারে এখন এক কেজি মোটা চাল বিক্রি হচ্ছে ৫০ থেকে ৫২ টাকায়। মাঝারি চাল ৫৫ থেকে ৫৮ এবং সরু চাল জাতভেদে ৬৫ থেকে ৭৬ টাকা কেজি বিক্রি হচ্ছে। এক মাস আগের তুলনায় চালের দাম ২ থেকে ৫ শতাংশ বেড়েছে।

দেশে ২০২০ সাল থেকেই চালের দাম বাড়তি। ওই বছরের শুরুতে মোটা চালের কেজি ছিল ৩০ থেকে ৩৫ টাকা। এরপর বিভিন্ন সময় চাল আমদানি হয়েছে, আমদানির জন্য শুল্ক-কর কমানো হয়েছে, বাজারে অভিযান হয়েছে, দাম বেঁধে দেওয়া হয়েছে—কোনো কিছুই দাম কমাতে পারেনি।

চাল উৎপাদন বাড়বে, সঙ্গে চাহিদাও

খাদ্য মন্ত্রণালয়ের হিসাব অনুযায়ী, ১৭ এপ্রিল পর্যন্ত দেশে চালের সরকারি মজুত ছিল ৮ লাখ ৭৭ হাজার টনের বেশি। দেশে ধান আবাদের মৌসুম তিনটি—বোরো, আমন ও আউশ। বোরো মৌসুমে প্রায় ২ কোটি টন চাল উৎপাদিত হয়, যা মোট উৎপাদনের ৫০ শতাংশের বেশি।

ইউএসডিএর পূর্বাভাস অনুযায়ী, বাংলাদেশে ২০২৪-২৫ বিপণন বর্ষে তিন মৌসুম মিলিয়ে ৩ কোটি ৭৮ লাখ টন চাল উৎপাদিত হতে পারে, যা আগের বিপণন বর্ষের চেয়ে ৭ লাখ টন বেশি।

অবশ্য উৎপাদনের সঙ্গে চাহিদাও বেড়ে যাচ্ছে। ইউএসডিএর হিসাবে, ২০২৪-২৫ বিপণন বর্ষে চালের ভোগ দাঁড়াতে পারে ৩ কোটি ৮০ লাখ টন, যা আগের বছরের চেয়ে প্রায় ১ শতাংশ বেশি। পোলট্রি, মাছ, পশুখাদ্যসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভাঙা চালের ব্যবহার বাড়ছে। কারণ, আমদানি করা উপকরণের চেয়ে ভাঙা চালের দাম কম। খাদ্য পরিকল্পনা ও পরিধারণ ইউনিটের এক সমীক্ষার বরাত দিয়ে ইউএসডিএর প্রতিবেদনে বলা হয়, বছরে প্রায় ৩৫ লাখ টন ভাঙা চাল প্রাণিখাদ্যের উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

চাল বাংলাদেশের মানুষের প্রধান খাদ্য। চালের পর খাদ্যশস্য হিসেবে গমের চাহিদা বেশি, প্রায় ৭০ লাখ টন। তবে বিশ্ববাজারে দাম বেড়ে যাওয়া ও ডলার-সংকটের কারণে গম আমদানি তুলনামূলক কম হচ্ছে। এতে চালের চাহিদা বেড়েছে বলেও বাজার বিশ্লেষকেরা মনে করেন।

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের (ব্রি) মহাপরিচালক মো. শাহজাহান কবীর *প্রথম আলোকে* বলেন, দেশে এবার চালের উৎপাদন ৪ কোটি টন ছাড়াবে, যা দেশের চাহিদার তুলনায় কমপক্ষে ৪০ লাখ টন বেশি। ফলে চাল আমদানির কোনো দরকার নেই। তিনি বলেন, আন্তর্জাতিক বাজারে যেভাবে দাম বাড়ছে, তাতে আমদানি করে পোষানো যাবে না। দেশেই চালের উৎপাদন আরও বাড়ানোর উদ্যোগ নিতে হবে।

অবশ্য চাহিদা ও উৎপাদনের যে হিসাব দেওয়া হয়, তা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। ব্যবসায়ীরা মনে করেন, সব সময়ই চাহিদার চেয়ে উৎপাদন অনেক বেশি বলে উল্লেখ করা হয়। তাহলে আমদানি করতে হয় কেন। ইউএসডিএ বলছে, গত ফেব্রুয়ারি মাসেই সরকার চাল আমদানির জন্য শুল্ক-কর কমিয়ে দিয়েছিল। সাড়ে ৬২ শতাংশ থেকে হারটি নির্ধারণ করা হয়েছে ১৫ শতাংশ। তবে চাল আমদানিতে আমদানিকারকদের আগ্রহ দেখা যায়নি। কারণ, বিশ্ববাজারে দাম বেশি এবং দেশেও ডলার-সংকট রয়েছে।

উৎপাদন ব্যয় বাড়ছে

কৃষি মন্ত্রণালয় গত সপ্তাহে বোরো মৌসুমে ধান ও চালের উৎপাদন ব্যয়ের হিসাব চূড়ান্ত করেছে। তাতে দেখা গেছে, এবার প্রতি কেজি ধান উৎপাদনে খরচ পড়েছে ৩১ টাকা ৬০ পয়সা। আর চাল উৎপাদনে ব্যয় দাঁড়িয়েছে প্রায় ৪৫ টাকা, যা গত বছরের তুলনায় কেজিতে প্রায় ৪ টাকা বেশি।

বাংলাদেশে ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের (ব্রি) হিসাবে, গত ২০২৩-২৪ অর্থবছরে বোরোতে ১ কেজি চাল উৎপাদনের খরচ এর আগের বছরের তুলনায় ৩ টাকা বেড়ে প্রায় ৪১ টাকা হয়। জ্বালানি তেল, বিদ্যুৎ ও সারের দাম বেড়ে যাওয়ায় উৎপাদন খরচ বেড়েছে।

ইউএসডিএ বলছে, গত বছর সরকার সারের দাম কেজিতে ৫ টাকা বাড়ায়। এর পাশাপাশি সাম্প্রতিক বছরগুলোতে জ্বালানি তেলের মূল্যবৃদ্ধি সেচের খরচ বাড়িয়েছে। গত আমন মৌসুমের শুরুতে বৃষ্টি কম হওয়ায় কৃষককে কৃত্রিম সেচ দিতে হয়েছে। বোরোতে অতিরিক্ত তাপমাত্রা থাকায় সেচে বাড়তি খরচ হয়েছে। এবার বোরোতে কৃষিশ্রমিকের মজুরি ৩০ থেকে ৪০ শতাংশ বেশি ছিল। বীজের দাম বেশি পড়েছে। সব মিলিয়ে চালের উৎপাদন ব্যয় বেড়েছে।

বাংলাদেশ অটো, হাসকিং, মেজর চালকল মালিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক এইচ আর খান পাঠান *প্রথম আলোকে* বলেন, বাজারে নতুন ধান উঠলেও দাম এখনো কমেনি। ফলে চালের দামও কমছে না। তিনি বলেন, দাম এখনকার তুলনায় বেশি কমে গেলে কৃষক, চালকল মালিক ও ব্যবসায়ী—সবাই লোকসানে পড়বেন। উৎপাদন খরচ তো ওঠাতে হবে।

নিম্ন আয়ের মানুষের কষ্ট

চালের উচ্চ মূল্য বিপাকে ফেলে নিম্ন আয়ের মানুষকে। ২০২২ সালে বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান (বিআইডিএস) এক গবেষণায় দেখিয়েছিল, অতি গরিব শ্রেণিভুক্ত একজন মানুষ তাঁর ব্যয়ের ৩২ শতাংশ খরচ করেন চাল কিনতে। গরিব মানুষের ক্ষেত্রে এই হার ২৯ শতাংশ। এ ছাড়া গরিব নন, এমন ব্যক্তি তাঁর ব্যয়ের এক-পঞ্চমাংশ চাল কেনায় খরচ করেন।

দরিদ্র মানুষের জন্য সরকারের কম দামে চাল বিক্রি ও খাদ্যসহায়তার বিভিন্ন কর্মসূচি রয়েছে। সরকার গত বছরের জুন থেকে ১১ এপ্রিল পর্যন্ত এসব কর্মসূচির আওতায় প্রায় ২০ লাখ ৪৬ হাজার টন চাল বিতরণ করেছে, যা আগের বছরের একই সময়ের তুলনায় প্রায় ৪ শতাংশ বেশি। যদিও বিপুলসংখ্যক মানুষ এসব কর্মসূচির আওতার বাইরে থেকে যায় বলে মনে করা হয়। কারণ, দেশে দরিদ্র মানুষের সংখ্যা অনেক বেশি। তিন কোটির বেশি মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করেন।

চালের মূল্যবৃদ্ধি মূল্যস্ফীতির ওপর সবচেয়ে বেশি প্রভাব ফেলে। কারণ, মূল্যস্ফীতির হিসাবের ক্ষেত্রে চালকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়। ২০২২ সালের আগস্ট থেকে দেশে উচ্চ মূল্যস্ফীতি বিরাজ করছে। এদিকে চালের বাজারে কারসাজি ও কৃত্রিমভাবে মূল্যবৃদ্ধি ঠেকাতে সরকার এখন বস্তায় জাতের নাম লিখে দেওয়া এবং সারা দেশে জাতভেদে দাম নির্ধারণ করে দেওয়ার পরিকল্পনা করছে।

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি ব্যবসা ও বিপণন বিভাগের অধ্যাপক মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম *প্রথম আলোকে* বলেন, চাপ প্রয়োগ করে ও দাম বেঁধে দিয়ে চাল ও অন্যান্য খাদ্যপণ্যের দাম কমানো যাবে না। বাজারে প্রতিযোগিতা বাড়াতে হবে। এককভাবে কয়েকটি কোম্পানির কাছে চাল ও অন্যান্য ভোগ্যপণ্যের সরবরাহ যাতে কুক্ষিগত না হয়, তা নিশ্চিত করতে হবে। কারণ, চালের বাজারে এখন নগদ অর্থের প্রবাহ, সহজ ব্যাংকঋণ এবং প্রভাব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। তিনি বলেন, বাজারে যাতে বিভিন্ন ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান প্রতিযোগিতা করতে পারে, তা নিশ্চিত করতে পারলে দাম যৌক্তিক পর্যায়ে থাকবে।

ফ্ল্যাট বিক্রয় ফ্ল্যাট বিক্রয়

দৈনিক ইনকিলাব
তারিখঃ ২০-০৪-২০২৪ (পৃঃ ১২,০৫)

ফের হিট এলার্ট জারি

ফল-ফসলে হিটশকের শঙ্কা

শফিউল আলম

বৈশাখের গনগনে রোদের কড়া তেজে ধরা মাঝে যেন সূর্যের আগুন গলে পড়ছে। দিনে-রাতে ঘরে-বাইরে কোথাও নেই স্বস্তি। বাতাসেও যেন আগুনের হল্কা। অন্তত চার সপ্তাহ ধরে অবিরাম খরা-অনাবৃষ্টির সাথে উচ্চ তাপদাহে মাঠ-ঘাট ফেটে চৌচির। নদ-নদী-নালা-খাল শুকিয়ে তলানিতে

জমিতে দুয়েক ইঞ্চি পানি রাখার পরামর্শ : উচ্চ তাপদাহ অব্যাহত থাকতে পারে এই সপ্তাহজুড়ে : মৌসুমের সর্বোচ্চ তাপমাত্রার রেকর্ড চুয়াডাঙ্গায় ৪১ দশমিক ৫ ডিগ্রি : বজ্র-কালবৈশাখীর সাথে বিক্ষিপ্ত বিচ্ছিন্ন বর্ষণে সাময়িক স্বস্তি

বইছে ক্ষীণধারায়। ৪১.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস ছাড়িয়ে টানা প্রচন্ড তাপপ্রবাহ ও অনাবৃষ্টি-খরতাপে পাকা, আধাপাকা ইরি-বোরোসহ বিভিন্ন ধরনের মৌসুমী ফসল, ফল-ফলাদি, শাক-সবজিতে 'হিট শকে'র আশঙ্কা করছেন কৃষক ও কৃষিবিদগণ। টানা ৩৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় এবং খরা অনাবৃষ্টিতে হিটশকের শঙ্কা থাকে। হিট শকে আধাপাকা ধান চিটায় নষ্ট হয়ে যায়। তাছাড়া ফল ফলাদি অপরিপক্ক ও অপুষ্ট অবস্থায় পেকে যায় (অকালপক্ব)। এমনকি গুটি ঝরে পড়তে পারে। চলমান মাঝারি থেকে তীব্র তাপপ্রবাহে ইতোমধ্যে ফল-ফসল পুড়ে খাক ও বিবর্ণ হয়ে গেছে অনেক জায়গায়। এ সময়ে বৃষ্টিপাতের বিকল্প নেই। কিন্তু 'স্বাভাবিক' বৃষ্টির দেখা নেই। গতকাল জুমার নামাজে ইমাম-খতিবগণ লাখো কোটি মুসল্লির সাথে আল্লাহর দরবারে রহমতের বৃষ্টির জন্য আকুল ফরিয়াদ করেছেন।

এদিকে আবহাওয়া বিভাগ (বিএমডি) গতকাল শুক্রবার থেকে পরবর্তী ৭২ ঘণ্টার জন্য পুনরায় হিট এলার্ট বা উচ্চ তাপপ্রবাহের সতর্কতা জারি করেছে। হিট এলার্ট বার্তায় আবহাওয়াবিদ ড. মুহাম্মদ আবুল কালাম মল্লিক জানান, দেশের উপর দিয়ে চলমান তাপপ্রবাহ পরবর্তী ৭২ ঘণ্টায়ও (তিন দিন) অব্যাহত থাকতে পারে। সেই সাথে তাপমাত্রা আরও বৃদ্ধি পেতে পারে। বাতাসে অত্যধিক হারে জলীয়বাষ্প থাকায় গরমের তীব্রতায় জনজীবনে অস্বস্তি বাড়ছে। আবহাওয়া-জলবায়ু বিশেষজ্ঞগণ বলছেন, বাংলাদেশে

পৃঃ ৫ কঃ ৪

ফল-ফসলে হিটশকের ১২-এর পৃষ্ঠার পর

উচ্চ তাপপ্রবাহ অব্যাহত থাকতে পারে চলতি সপ্তাহজুড়ে।

গতকাল দেশের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল চুয়াডাঙ্গায় ৪১ দশমিক ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস। যা চলতি গ্রীষ্ম মৌসুমের সর্বোচ্চ তাপমাত্রার রেকর্ড। গতকাল সমগ্র খুলনা বিভাগের জেলাসমূহ, রাজশাহী বিভাগের ব্যাপক অংশ ও ঢাকা বিভাগের আংশিক তাপমাত্রা ৩৯ থেকে ৪২ ডিগ্রি সেলসিয়াসে উঠে গেছে। রাজধানী ঢাকায় সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩৮.৪ এবং সর্বনিম্ন ২৮ ডিগ্রি সে.।

গতকাল সন্ধ্যা পর্যন্ত ২৪ ঘন্টায় সিলেটে ১৩ মিলিমিটার বৃষ্টি ছাড়া দেশের কোথাও বৃষ্টি হয়নি। আবহাওয়া বিভাগ বলছে, কোথাও কখনো শিলাবৃষ্টি, বজ্র-কালবৈশাখীর সাথে বিক্ষিপ্ত বিচ্ছিন্ন বর্ষণে সাময়িক স্বস্তি আসতে পারে। বিক্ষিপ্ত বৃষ্টিতে গরম আরও উসকে উঠে।

অব্যাহত উচ্চ তাপদহনে গরমে-ঘামে মানুষের কষ্ট-দুর্ভোগ বেড়েই চলেছে। সেই সঙ্গে বিদ্যুতের ঘন ঘন লোডশেডিং ও বিভ্রাটে সারা দেশে ভোগান্তি অসহনীয়। গ্রীষ্মের কড়া তাপপ্রবাহে জ্বলছে চারদিকে গাছপালা, পশু-পাখি, প্রাণিকুল, পরিবেশ-প্রকৃতি, মাঠ-ঘাট-প্রান্তর। সর্বত্র বিশুদ্ধ পানির জন্য হাহাকার। দিন ও রাতে প্রচ-গরমে অসুস্থ হয়ে যাচ্ছে অনেকেই। সর্দি-কাশি, জ্বর-শ্বাসকষ্ট, ডায়রিয়া, চর্মরোগ, হিটস্ট্রোক ও মূর্ছা যাওয়া, শরীরে পানিশূণ্যতাসহ নানাবিধ রোগব্যাধির প্রকোপ দেখা দিয়েছে। সেই সাথে বিদ্যুতের লোডশেডিংয়ে জনজীবনে নানামুখী কষ্ট-দুর্ভোগ বহুগুণে বেড়েই চলেছে।

আজ শনিবার সহ আগামী ৭২ ঘণ্টার (তিন দিন) পূর্বাভাসে আবহাওয়াবিদ হাফিজুর রহমান জানান, আজ ঢাকা, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের দু'এক জায়গায় অস্থায়ীভাবে দমকা, ঝড়ো হাওয়াসহ বৃষ্টি, বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। কোথাও কোথ াও বিক্ষিপ্ত শিলাবৃষ্টি হতে পারে। এছাড়া দেশের অন্যত্র অস্থায়ীভাবে আংশিক মেঘলা আকাশসহ আবহাওয়া প্রধানত শুষ্ক থাকতে পারে। সমগ্র খুলনা বিভাগসহ বাগেরহাট, যশোর, চুয়াডাঙ্গা ও কুষ্টিয়া জেলাসমূহের উপর দিয়ে তীব্র তাপপ্রবাহ এবং দিনাজপুর, রাঙ্গামাটি, চাঁদপুর, খুলনা, সাতক্ষীরা, বরিশাল ও পটুয়াখালী জেলাসহ ঢাকা ও রাজশাহী বিভাগের উপর দিয়ে মৃদু থেকে মাঝারী ধরনের তাপপ্রবাহ বয়ে যাচ্ছে এবং তা অব্যাহত থাকতে পারে।

সারাদেশে দিনের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেতে পারে এবং রাতের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে। জলীয় বাষ্পের আধিক্যের কারণে অস্বস্তি বৃদ্ধি পেতে পারে। গতকাল সকালে ঢাকায় বাতাসে জলীয়বাষ্পের হার ছিল ৮৭ শতাংশ, যা অস্বাভাবিক বেশি। তাতে গরমে-ঘামে দ্রুত দুর্বল ও অনেকেই অসুস্থ হয়ে পড়ছে।

পরবর্তী ২ থেকে ৩ দিনে চলমান তাপপ্রবাহ অব্যাহত থাকতে পারে। সারাদেশে দিন ও রাতের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে। জলীয় বাষ্পের আধিক্যের কারণে অস্বস্তি বাড়বে। এর পরের ৫ দিনে আবহাওয়ায় উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনের সম্ভাবনা নেই।

আবহাওয়া বিভাগ জানায়, পশ্চিমা লঘুচাপের একটি বর্ধিতাংশ পশ্চিমবঙ্গ ও এর সংলগ্ন এলাকায় অবস্থান করছে। মৌসুমের স্বাভাবিক লঘুচাপ দক্ষিণ বঙ্গোপসাগরে অবস্থান করছে।

হিট শকের আশঙ্কা ও করণীয় : টানা অনাবৃষ্টি ও সেই সাথে তাপমাত্রা ৩৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস অব্যাহত থাকলে ফল ফসলে হিট শকের আশঙ্কা রয়েছে। কয়েক সপ্তাহ যাবত দেশের উল্লেখযোগ্য এলাকায় তাপমাত্রা ৩৫ থেকে ৪০ ডিগ্রিরও বেশি অবস্থান করছে। এ অবস্থায় গ্রীষ্ম মৌসুমের এ সময়ে বিশেষত আধা পাকা ও অপরিপক্ক ও থোড় ধরা অবস্থায় ধানে হিট শকে চিটা ধরার আশঙ্কা রয়েছে। তাছাড়া বিভিন্ন ধরনের মৌসুমী ফলমূল বিশেষ করে আম, লিচু, আনারস, আতা, কাঁঠাল, লেবু প্রভৃতি প্রচণ্ড গরমে ও অনাবৃষ্টির কারণে ঝরে পড়তে পারে। অথবা অপরিপক্ক ও অপুষ্ট অবস্থায় পেকে যেতে পারে (অকালপক্ব)। ফল ফলাদি রসালো হয়ে উঠতে পারে না। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ও কৃষিবিদদের সূত্রে জানা গেছে। ২০০৭ সাল, ২০২১ সালে তীব্র তাপপ্রবাহ ও অনাবৃষ্টিতে হিট শকের কবলে ফল ফসলের মারাত্মক ক্ষতি সাধিত হয়। টানা উচ্চ তাপপ্রবাহে হিট শক হলে ফল-ফসলে নতুন বিপদের শঙ্কা ডেকে আনে একথা জানায় বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট-বিআরআরআই। টানা দৈনিক তাপমাত্রা ৩৫ ডিগ্রি সে. বা ততোধিক হলে ইরি-বোরো ধানে 'হিট শকে'র আশঙ্কা করেন ইনস্টিটিউটের গবেষকগণ। এহেন তাপমাত্রা দেশের অনেক জায়গায় অবিরাম বিরাজ করছে।

গবেষকরা জানান, ধানের পরিপক্ক ও পুষ্ট হওয়ার পর্যায়ে অতিরিক্ত তাপমাত্রা ধানের দানা গঠন প্রক্রিয়াকে বাধাগ্রস্ত করে। ফলে অর্ধপুষ্ট দানার সংখ্যা তথা চিটা বৃদ্ধি পায়। এতে ধানের ফলন ও গুণগত মান ব্যাহত হয়।

হিট শকের বিরূপ প্রভাব ঠেকাতে বিআরআরআইর সতর্কতায় বলা হয়েছে, ধানের শীষে দানা শক্ত না হওয়া পর্যন্ত ফসলি জমিতে ২ থেকে ৩ ইঞ্চি পানি ধরে রাখতে হবে। যেসব জমির ধান পরিপক্ক হয়নি সেখানে পানি ধরে রাখলে চিটা হবে না।

দৈনিক ইনকিলাব
শুধু দেশ ও জনগণের পক্ষে

তারিখঃ ২০-০৪-২০২৪ (পৃঃ ১২,১১)

উত্তরের মাঠে মাঠে কাঁচা পাকা ধানের সমারোহ *-ইনকিলাব*

উত্তরে বোরোর বাম্পার ফলন

কৃষকের চোখে মুখে হাসির ঝিলিক

রেজাউল করিম রাজু / মহসিন রাজু

উত্তরের মাঠে মাঠে এখন কাঁচাপাকা ধানের অপরূপ সমারোহ। খরাতপ্ত বাতাসে ধানের মৌ মৌ গন্ধ। কচি ধানের শীষ কৃষকের চোখে মুখে ছড়াচ্ছে হাসির ঝিলিক। এবার আবহাওয়া অনুকুলে থাকায় এ অঞ্চলে বোরো ধানের বাম্পার ফলন হয়েছে।

বৈশাখের মাঝামাঝি শুরু হবে ধান কাটা

সারাদেশে যে পরিমাণ বোরোধান আবাদ হয় তার এক তৃতীয়াংশই হয় রাজশাহী ও রংপুর বিভাগে। উৎপাদন হয় পৌনে এক কোটি টন ধান। এই অঞ্চলে বর্তমানে বিপুল পরিমাণে শাকসবজির উৎপাদন শুরু হলেও কৃষি অর্থনীতির চাকা সচলে মুখ্য ভুমিকায় থাকে বোরো ধান। এটা বৈশাখ মাসের প্রথম প্রান্তিক। এর দ্বিতীয় প্রান্তিকেই মাঠের সবুজ ধান সোনালী আভা ধারণ করবে। তখন বোরো ধানের কাটামাড়াই শুরু হবে। প্রথমে তাড়াশের চলনবিলের জমিতে রোপিত বোরো তারপর জৈষ্ঠ্যমাস মাস জুড়েই চলবে বোরোধান কেন্দ্রিক কৃষি কর্মকান্ড। প্রান্তিক, ক্ষুদ্র ও বর্গা চাষি এবং কৃষি শ্রমিক মিলিয়ে লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবন জীবিকার সংগ্রাম চলবে মাসব্যাপি।

এ কথাগুলো বলছিলেন বগুড়ার কাহালু উপজেলার বাসিন্দা জাহিদ ইকবাল। তিনি একজন ব্যবসায়ী ও কৃষক। আগে নিজেই কৃষি জমি চাষাবাদের সাথে যুক্ত ছিলেন এখন জমি লিজ দিয়ে ব্যবসায় যুক্ত হয়েছেন। অটোরাইস মিল, চাতালে ধান সরবরাহের কারবারে যুক্ত থাকায় এই সেক্টরের সবকিছুই তার নখদর্পনে।

এদিকে রংপুরের পীরগাছার প্রান্তিক চাষি খোরশেদ জানান, এখন পর্যন্ত পুরো রংপুর অঞ্চলে বড় রকমের ঝড় শিলাবৃষ্টি হয়নি।

পৃঃ ১১ কঃ ৭

কৃষকের চোখে মুখে ১২-এর পৃষ্ঠার পর

আর ১৫ দিন ঝড় শিলাবৃষ্টি না হলে বোরোধান কাটামাড়াই করে ঘরে তুলতে পারবে।

এই একই বক্তব্য রাজশাহী ও রংপুর বিভাগের কৃষি কর্মকর্তাগনেরও। তাদের সুত্রে জানা যায় দিনাজপুর, ঠাকুর গাঁও ও পঞ্চগড় নিয়ে গঠিত দিনাজপুর কৃষি অঞ্চলে এবার ১৪ লাখ ২৪ হাজার ১৭৩ মেট্রিক টন এবং রংপুর, গাইবান্ধা,কুড়িগ্রাম, নীলফামারী ও লালমনিরহাট জেলা নিয়ে গঠিত রংপুর কৃষি অঞ্চলে ২২ লাখ ৫৯ হাজার ৫৭২ টন ধান উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে। অন্যদিকে বগুড়া, জয়পুরহাট, সিরাজগঞ্জ এবং পাবনাকে নিয়ে গঠিত বগুড়া কৃষি অঞ্চলে এবার ১৯ লাখ ৪৭ হাজার ২৪৯ টন ও রাজশাহী, নাটোর, চাঁপাইগঞ্জ এবং নওগাঁ জেলাকে নিয়ে গঠিত রাজশাহী কৃষি অঞ্চলে এবার ১৭ লাখ ৫৪ হাজার ৬১৫ মেট্রিক টন বোরোধান উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে। কৃষি কর্মকর্তারা আশা করছেন, উত্তরাঞ্চল থেকে এবার মোট ৭২ লাখ ৮৫ হাজার ৩০৪ মেট্রিক টন বোরো ধানের ফলন পাওয়া যাবে।

তারা আরও জানান,এবার সারাদেশে ২ কোটি ২২ লাখ ৬৬ হাজার ৩৯৬ মেট্রিক টন বোরোধান উৎপাদন হবে। গত বছর সারাদেশে বোরোধান উৎপাদন হয় ২ কোটি ১৮ লাখ মেট্রিক টন ধান উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে।

নীলফামারীতে একটি কৃষি প্রকল্পে পরিচালনায় নিয়োজিত বিশিষ্ট পানি বিশেষজ্ঞ ও বগুড়া পল্লী উন্নয়ন একাডেমির সাবেক ডিজি আব্দুল মতিনের মতে রংপুর ও রাজশাহী অঞ্চলের কৃষকরা দেশের মোট ধান উৎপাদনের এক তৃতীয়াংশের যোগান দেয়। বিশেষ করে বোরো মওশুমে এখানে বীজতলা তৈরি, রোপন,কাটামাড়াই, চাল উৎপাদন প্রক্রিয়ায় আর্থিক লেনদেনের পরিমাণ হাজার কোটি টাকা ছাড়িয়ে যায়। তাই এই অঞ্চলের কৃষকদের নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ, প্রনোদনার ব্যাপারে কৃষি মন্ত্রনালয়কে বেশি মনোযোগ দিতে হবে বলেও অভিমত তার। এদিকে বেশ কয়েকজনক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষি বলেন, দোওয়া করবেন, কয়ডা দিন যেন শিল (শিলাবৃষ্টি) না হয় ঝড়ি (ঝড়) না আসে। তাইলেই ইনশাআল্লাহ ধান বেচিয়া লোনের কিস্তি পরিশোধ হয়্যা যাইবে।

বাংলাদেশ কৃষি তথ্য সার্ভিসের তথ্য মতে এবার সেচ, বীজ,কীটনাশক, সার,লেবার,বিদ্যুতের খরচ মিলিয়ে বৃহত্তর রংপুর অঞ্চলে বোরো উৎপাদনে বিঘায় খরচ পড়বে গড়ে ১৪ হাজার টাকা। রাজশাহী অঞ্চলের জন্য এই খরচ বাড়বে ২ হাজার টাকা বেশি। গড়ে বিঘাপ্রতি ২০ মন ফলন ধরলে এবং ধানের সাথে খড় বিক্রির হিসাব ধরলে এবার মোটামুটি লাভেই থাকবে চাষিরা।

এছাড়া ধান কাটার মওশুমের একমাসে প্রায় ১ লাখ শ্রমিক তাদের এক মাসের শ্রমের বিনিময়ে গড়ে ৫০ হাজার টাকা ক্যাশ নিয়ে বাসায় ফিরবে। খোঁজ নিয়ে জানা যায় গত বছর এখানে স্থানভেদে ধানকাটা শ্রমিকদের দৈনিক মজুরি ছিলো ৮শ থেকে হাজার টাকার মধ্যে। এবার মজুরি আরো বাড়তে পারে। গত কয়েকবছর ধরেই যান্ত্রিক কৃষির অভাবে মজুর সংকট সৃষ্টি হচ্ছে কৃষিতে। বিশেষকরে বোরো মওশুমে বিরূপ আবহাওয়ার কারণে শ্রমিক পাওয়া কঠিন হয়ে পড়ে। ফলে স্কুল কলেজ পড়ুয়াদেরও নিজের জমির ধান কাটতে দেখা যায়।

কালের কণ্ঠ

তারিখঃ ২০-০৪-২০২৪ (পৃঃ ১১)

চিতলমারীর শিবপুর ইউনিয়নের বড়বাক গ্রামের কৃষক বিধান চন্দ্র বিশ্বাস ডায়াবেটিক রোগীর উপযোগী ব্রি ধান-১০৫ চাষে সফল হয়েছেন। ছবি : কালের কণ্ঠ

চিতলমারীতে ডায়াবেটিক রোগীর উপযোগী ধান উৎপাদন

চিতলমারী-কচুয়া (বাগেরহাট) **প্রতিনিধি** ▷

- সাধারণ ধানের চালে জিআই ৬৬ থাকলেও এই চালে রয়েছে ৫৫
- পরীক্ষামূলক এই চাষে কৃষক বিধান চন্দ্র বিশ্বাস সফল হয়েছেন

ডায়াবেটিক রোগীদের জন্য উপযোগী বিশেষ ধান উৎপাদন করা হয়েছে বাগেরহাটের চিতলমারী উপজেলায়। কৃষক বিধান চন্দ্র বিশ্বাসের জমিতে এই ধান উৎপাদিত হয়েছে। নতুন জাতের এই ধানের নাম ব্রি ধান-১০৫। বিষয়টা এলাকায় সাড়া ফেলেছে। এবারই প্রথম চিতলমারীর ৩৩ শতক জমিতে নতুন জাতের এই ধান চাষ হয় বলে উপজেলা কৃষি কার্যালয় সূত্রে জানা গেছে।

জানা গেছে, গোপালগঞ্জ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের (ব্রি) বিজ্ঞানী সৃজন চন্দ্র দাস ও ড. মোহাম্মদ জাহিদুল ইসলামের তত্ত্বাবধানে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর চিতলমারীর সহযোগিতায় কৃষক বিধান চন্দ্র এই ধান সফলভাবে উৎপাদন করেন।

চিতলমারী উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা সিফাত আল মারুফ শুক্রবার কালের কণ্ঠকে বলেন, 'এই ধানের জিআই মান কম, অর্থাৎ ৫৫ হওয়ায় ডায়াবেটিক রোগীদের জন্য এই ধানের চাল উপযোগী। যে খাবারে জিআই যত বেশি থাকে সেই খাবার খাওয়ার পর তত দ্রুত ভেঙে রক্তে মিশে যায়। ফলে ওই সব খাবার ডায়াবেটিক রোগীদের জন্য ক্ষতিকর। সাধারণ ধানের চালে জিআই থাকে ৬৬ মাত্রায়।'

সিফাত আল মারুফ আরো জানান, এবারই প্রথম চিতলমারী উপজেলার শিবপুর ইউনিয়নের বড়বাক গ্রামের কৃষক বিধান চন্দ্র বিশ্বাসের ৩৩ শতক জমিতে নতুন জাতের এই ব্রিধান-১০৫ চাষ হয়। বৃহস্পতিবার ধানের নমুনা কর্তন শেষে দেখা যায়, ২০ বর্গমিটার জমিতে ১৪.৯ কেজি ফলন (কাঁচা) উৎপাদিত হয়েছে। যার শুকনা ওজন হবে ১৩.১৬ কেজি। এই হিসাবে হেক্টরপ্রতি এই ধানের ফলন হয়েছে ৬.৫৮ মেট্রিক টন। পরীক্ষামূলক এই চাষে কৃষক বিধান চন্দ্র বিশ্বাস সফল হয়েছেন। আগামী দিনে আরো চাষিদের এই ধান চাষে উদ্বুদ্ধ করা হবে। চাষিরা বেশি এই ধান আবাদ করলে ডায়াবেটিক রোগীদের প্রতিষেধকে সহায়তা হবে।

কৃষক বিধান চন্দ্র বিশ্বাস জানান, নতুন ধরনের এই ধান-বীজ পেয়ে তিনি চাষে অনেক বেশি যত্নশীল ছিলেন। উপজেলা কৃষি অফিস থেকে ব্রি ধান-১০৫-এর বীজসহ পরামর্শ পান। এখন বিশেষ এই ধান কোন বাজারে কেমন দামে বিক্রি হবে সেটা নিয়ে তিনি ভাবছেন।